বাংলা ভাষার উপভাষাগুলির প্রত্যেকটির কিছু-কিছু নিজস্ব ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে. এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই একটি উপভাষা অন্য উপভাষা থেকে পৃথক্ হয়ে উঠেছে। যেমন—

রাঢ়ীর বৈশিষ্ট্য :—

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (phonological featnres) :—

(ক) ই, উ, ক্ষ এবং য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'। যেমন—অতি>[ওতি], মধু>[মোধু], লক্ষ>[লোক্‌খো], সত্য>[শোত্তো]। অন্য ক্ষেত্রেও অকারের ওকার-প্রবণতা দেখা যায় যেমন—মন>[মোন], বন > [বোন]। কিন্তু অকারের এই ওকার প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না ; যেমন 'দল'-এর উচ্চারণ [দোল] হয় না।

(খ) পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষায় শব্দের মধ্যে অবস্থিত 'ই' এবং 'উ' সরে এসে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয়। যেমন—করিয়া > কইর‍্যা(অর্থাৎ ক্+অ+র্+ই+য়্+আ >ক্+অ+ই+র্+য়্+আ)। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপিনিহিতি। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী উপভাষায় এর পরবর্তী ধাপের ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায়। এখানে অপিনিহিতির ফলে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে-আসা এই 'ই' ও 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে যায় এবং তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেও পরিবর্তিত করে ফেলে। যেমন—কইর‍্যা > করে (ক্+অ+ই+র্+য়+আ >ক্+অ+র্+এ) (এখানে 'ই' পূর্ববর্তী স্বর 'অ'-এর সঙ্গে মিশে গেছে এবং পরবর্তী স্বর 'আ' তার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে 'এ' হয়ে গেছে)। একে অভিশ্রুতি বলে। এই অভিশ্রুতি রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(গ) রাঢ়ীতে স্বরসঙ্গতির ফলে শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত বিষম স্বরধ্বনি সম স্বরধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। দেশি>দিশি (দ্+এ+শ্+ই>দ্+ই+শ্+ই) ইত্যাদি।

(ঘ) শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিকীভবন ঘটেছে। যেমন—বন্ধ>বাঁধ, চন্দ্র>চাঁদ (এসব ক্ষেত্রে নাসিক্য ব্যঞ্জন 'ন্' লোপ পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী স্বর 'অ'

Scanned with CamScanner

দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে এবং অনুনাসিক হয়ে 'আঁ' হয়েছে)। কোথাও-কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনির স্বতোনাসিক্যীভবন দেখা যায়। যেমন—পুস্তক>পুথি> পুঁথি। এখানে পুস্তক শব্দে কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন নেই ; তা সত্ত্বে 'উ' স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে 'উঁ' উচ্চারিত হয়।

(ঙ) শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ>দুদ্, মাছ>মাচ্, বাঘ্>বাগ্ ইত্যাদি।

(চ) শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ইত্যাদি) কখনো-কখনো সঘোষ ধ্বনি (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ইত্যাদি) হয়ে যায়। যেমন—ছত্র>ছাত্ত>ছাদ, কাক>কাগ। ব্যাতিক্রম—রাত্রি>রাত। অন্যদিকে শব্দের অন্তে অবস্থিত সঘোষ ধ্বনি কখনো-কখনো অঘোষ হয়ে যায়। যেমন--ফারসী গুলাব>গোলাপ, ইত্যাদি।

(ছ) .'ল্' কোথাও-কোথাও 'ন্'-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—লবণ > নুন, লুচি > নুচি, লোহ > নোয়া।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে -'দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন ঃ—কর্মকারক—আমাদের বই দাও। করণকারক—তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

(খ) সাধারণত সকর্মক ক্রিয়ার দু'টি কর্ম থাকে—মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে 'কি ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম আর 'কাকে ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। বাংলাতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হচ্ছে '-কে' এবং মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন—আমি রামকে (গৌণকর্ম) টাকা (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি। বাংলাতে সম্প্রদান কারকেও '-কে' বিভক্তির ব্যবহার করা হয়। যেমন—দরিদ্রকে অর্থদান করো।

(গ) অধিকরণ কারকে '-এ' এবং '-তে' বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণগুণিয়ে। গজদন্ত-মিনারে বসে জনতার প্রতি প্রেমের বাণী প্রচার করা ঠিক নয়, বিবেকানন্দের মতো সারা দেশ পায়ে হেঁটে দেখতে হবে।

(ঘ) সদ্য অতীত কালে প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-ল'। (যেমন—সে গেল =He went) ; কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লে'

Scanned with CamScanner

(যেমন—সে বললে=He said)। সদ্য অতীত কালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি হল '-লুম' (যেমন—আমি বললুম=I said)।

(ঙ) মূল ধাতুর সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন—কর্+ছি=করছি (আমি করছি), কর্+ছিল =করছিল (সে করছিল)।

(চ) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকার রূপের সঙ্গে 'আছ্' ধাতু যোগ করে এবং সেই আছ্ ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন—করে+ছে=করেছে (সে করেছে), করে+ছিল=করেছিল (সে করেছিল)।

রাঢ়ী উপভাষার নিদর্শন ঃ

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা—"একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে ব'ল্‌লে—বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন্। তাতে তাদের বাপ তাঁর বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন।"[৬৮]

Scanned with CamScanner